ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

মেয়েরা শুধু যৌনসুখের জন্য নয়, বিজেপি নেতাকে কঙ্গনা

পৃঃ ৫

যে দুই দলের বিপক্ষে সমস্যায় পড়তে পারে ভারত, জানালেন সৌরভ

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৯৭ ● কলকাতা ● ১৫ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ০২ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিরুদ্ধে

মামলা দেওয়ার হুমকি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুরুতে বলে রাখি সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে ২০১১ সালে একবার মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দেয়া হয়েছিল, তাই সম্পাদক মিথ্যা মামলাকে নিয়ে এক মুহূর্তে ভয় পায় না। সত্য টাকে ধামাচাপার জন্য সম্পাদককে জেলার আইপ্যাক এর সঙ্গে যুক্ত থাকা সাংবাদিককে দিয়ে মামলার হুমকি দিচ্ছে। যাতে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় বাবু সত্য কথাটা কাউকে না বলতে পারে না লেখালেখি করতে পারে। হুমকির মধ্যে সম্পাদকের বাবার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে সময়ের সঙ্গে তাল মেলালে এ কথাটি উল্লেখ করেন , ইনডাইকরেলি তাকে তৃণমূল করার হুঁশিয়ারি দিলেন। মাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমি জায়গা জোর পূর্বে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত থাকবে, অথচ তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে সে কথাই উল্লেখ করলেন। সেটা যদি করতে না পারে তাহলে মিথ্যা মামলায় জেলে ভরবে সেকথাও সাংবাদিকদের দ্বারাই হুমকি দিলেন সম্পাদক কে। তবে সম্পাদক এ কথাগুলো শুনে একবার বিচলিত নয়। জানাই হুমকি চুমকি যাই দিকটা কেন সত্যের জয় আমি দেখতে চাই। আমার জীবন থাকতে আমার

এরপর ৩ পাতায়

খোদ মুখ্যমন্ত্রীর 'ভুল' চিকিৎসা

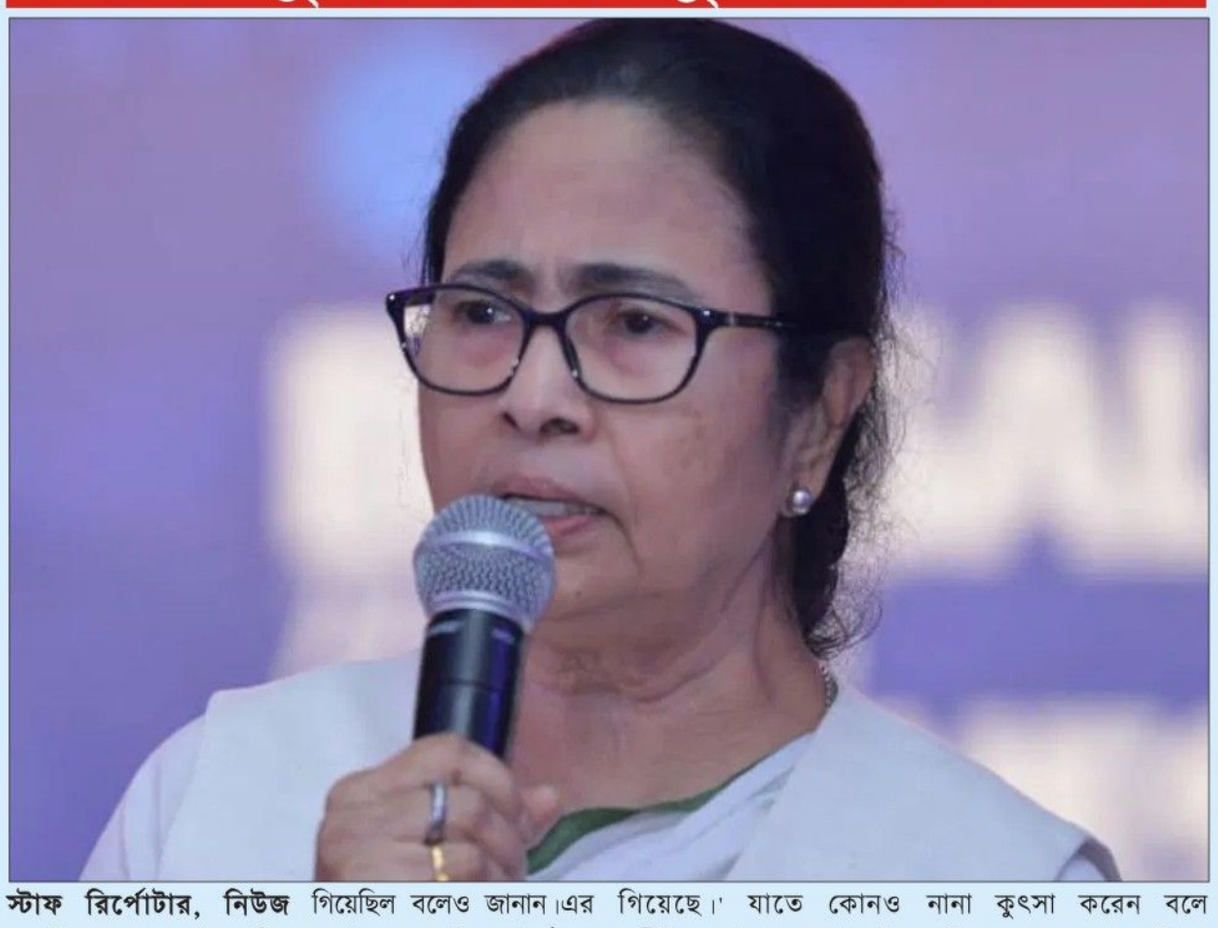

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহুক্ষেত্রেই রোগীর পরিবারের তরফ থেকে কখনও সরকারি আবার কখনও বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ ওঠে। এবার সেই একই অভিযোগ শোনা গেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। তাঁরই ভুল চিকিৎসা হয়েছিল বলেই দাবি। ভুল চিকিৎসার জন্য তাঁর সেপটিকের মতো হয়ে গিয়েছিল বলেও জানান।এর পরই সাংবাদিক বৈঠকে নিজের শারীরিক সমস্যা নিয়ে মুখ খোলেন মমতা। বলেন, 'ভুল চিকিৎসার জন্য সেপটিকের মতো হয়ে গিয়েছিল। যেভাবে স্যালাইন দেওয়া হয়, সাতদিন সেভাবে চ্যানেল করা ছিল। বিছানা থেকে উঠতে পারিনি।' শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও কাজ করে গিয়েছেন। জানান, 'প্রতিদিন অফিস থেকে কাগজ গিয়েছে।' যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই পুজোর দিনগুলিতেও ভোর চারটে পর্যন্ত জেগে কাজ করেছেন বলেও জানান তিনি।তবে কোনও হাসপাতালের নাম নেননি। অবশ্য স্পেন থেকে ফিরে এসএসকেএমের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর।

৫৫ দিন পর বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে না আসা নিয়ে অনেকেই নানা কুৎসা করেন বলে অভিযোগ মমতার। তাঁদের উদ্দেশে মমতার প্রশ্ন, 'কটা মুখ্যমন্ত্রী অফিসে যান? বাড়ি থেকে কাজ করেন। মুখ্যমন্ত্রী যেখানে যাবেন সেটাই অফিস। আমি ১৩দিন স্পেনে গিয়েছি। পুজোর ছুটি রয়েছে। ক্যাবিনেট মিটিংও ধরেছেন। পুজো উদ্বোধন ধরেছেন। বড়জোর বলতে পারেন ১২-১৩ দিন। তা না ৫৫ দিনের হিসাব।'

হিন্দু মহাসভার পাল্টা নতুন 'জন সঙ্ঘ'

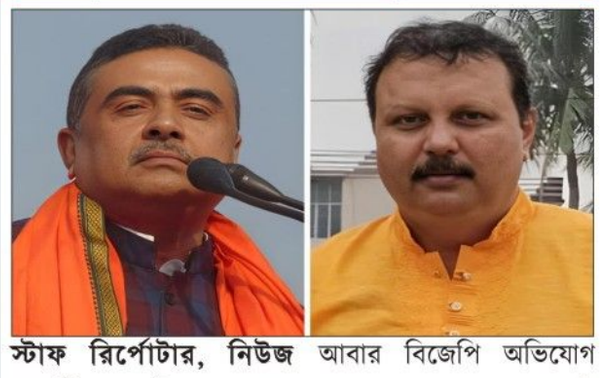

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তরপ্রদেশের হিন্দুত্ববাদী দল এ বার সক্রিয় হতে চায় বাংলায়। লোকসভা নির্বাচনের আগে আগে সেই সংগঠনের দায়িত্ব পেয়েছেন হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি কার্তিক ভট্টাচার্য। পুরনো দল ছেড়ে তিনি যোগ দিয়েছেন জন সঙ্ঘ পার্টি নামে উত্তরপ্রদেশের একটি দলে। এটা বিজেপির কাছে চিন্তার না-হয়ে সুবিধার হবে বলেই কার্তিকের ইঙ্গিত।এখন বাংলায় হিন্দু মহাসভার নেতা চন্দ্রচূড়ও একটা সময় পর্যন্ত বিজেপির সঙ্গেই ছিলেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির একটি কমিটিতেও ছিলেন তিনি। ভবানীপুর উপনির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নির্দল হিসাবে প্রার্থীও হন। পরে হিন্দু মহাসভার নেতা হিসাবে নিজেকে দাবি করলেও অনেকেই তাঁকে বিজেপির 'দোসর' মনে করেছিল। এখন আবার বিজেপি অভিযোগ করে, তৃণমূলের হয়েই রাজনীতি করেন চন্দ্রচূড়রা। তবে এ সব বিতর্কের মধ্যে থাকতে নারাজ কার্তিক। তিনি বলেন, "আমি একটা স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের রাজ্যের দায়িত্ব পেয়েছি। সেই দলের নীতি মেনে সংগঠন গড়াই আমার লক্ষ্য।" রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে অবশ্য নতুন দলের সঙ্গে কোনও সংস্পর্শ নেই বলেই দাবি করা হয়েছে। দলের মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, "ওই দলের নাম আগে শুনিনি। তবে কেউ সমর্থন করলে তো ভাল। সকলেই বিজেপিকে সমর্থন করতে চাইবে কারণ, সবাই তৃণমূলের অপশাসন থেকে মুক্তি চায়।"আসল হিন্দু মহাসভা কোনটা? কে রাজ্যের আসল নেতা? এ নিয়ে চন্দ্রচূড় গোস্বামী বনাম কার্তিক ভট্টাচার্যের বিবাদ ছিল অনেক দিনের। একটা সময়ে

এরপর ৩ পাতায়

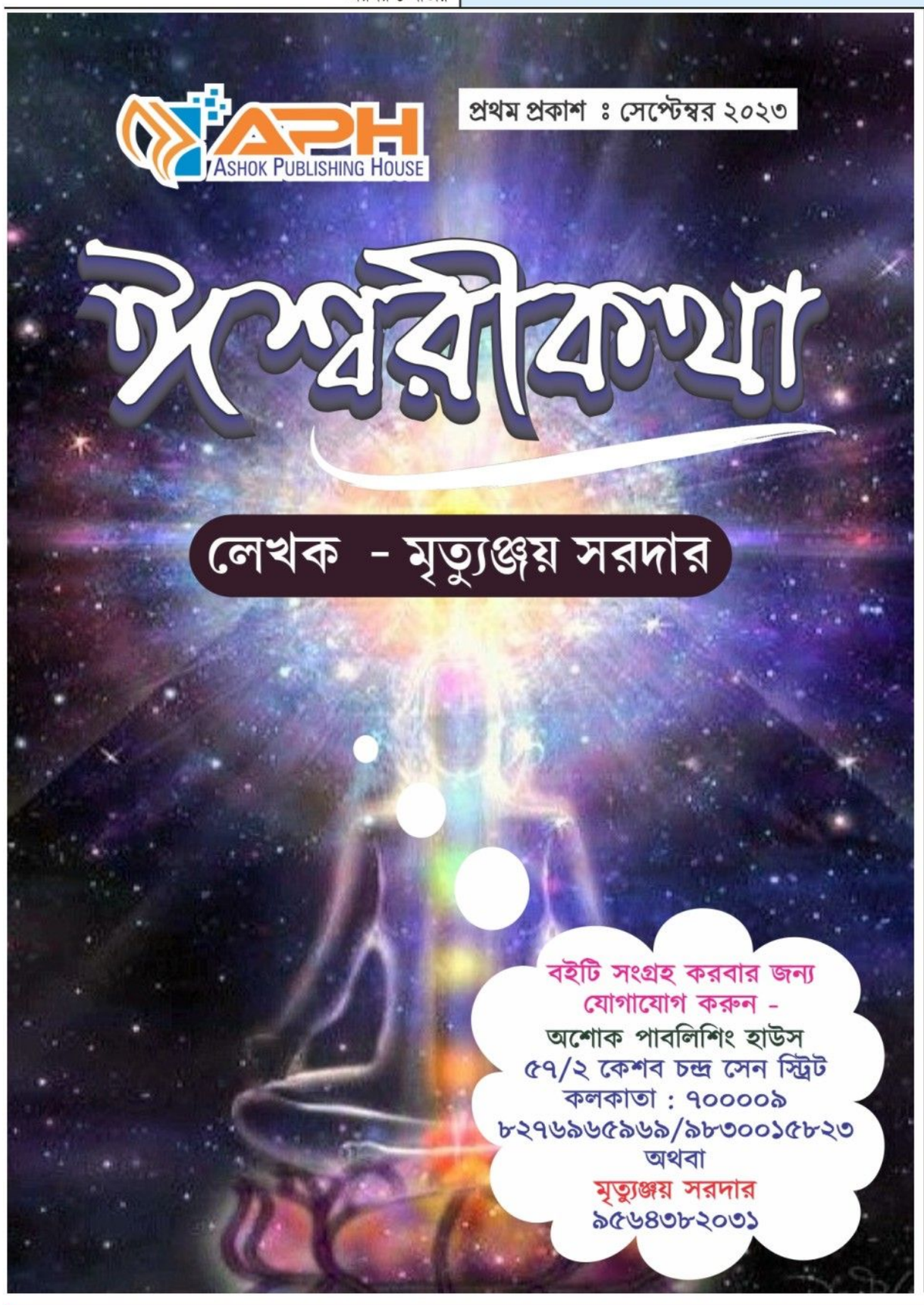

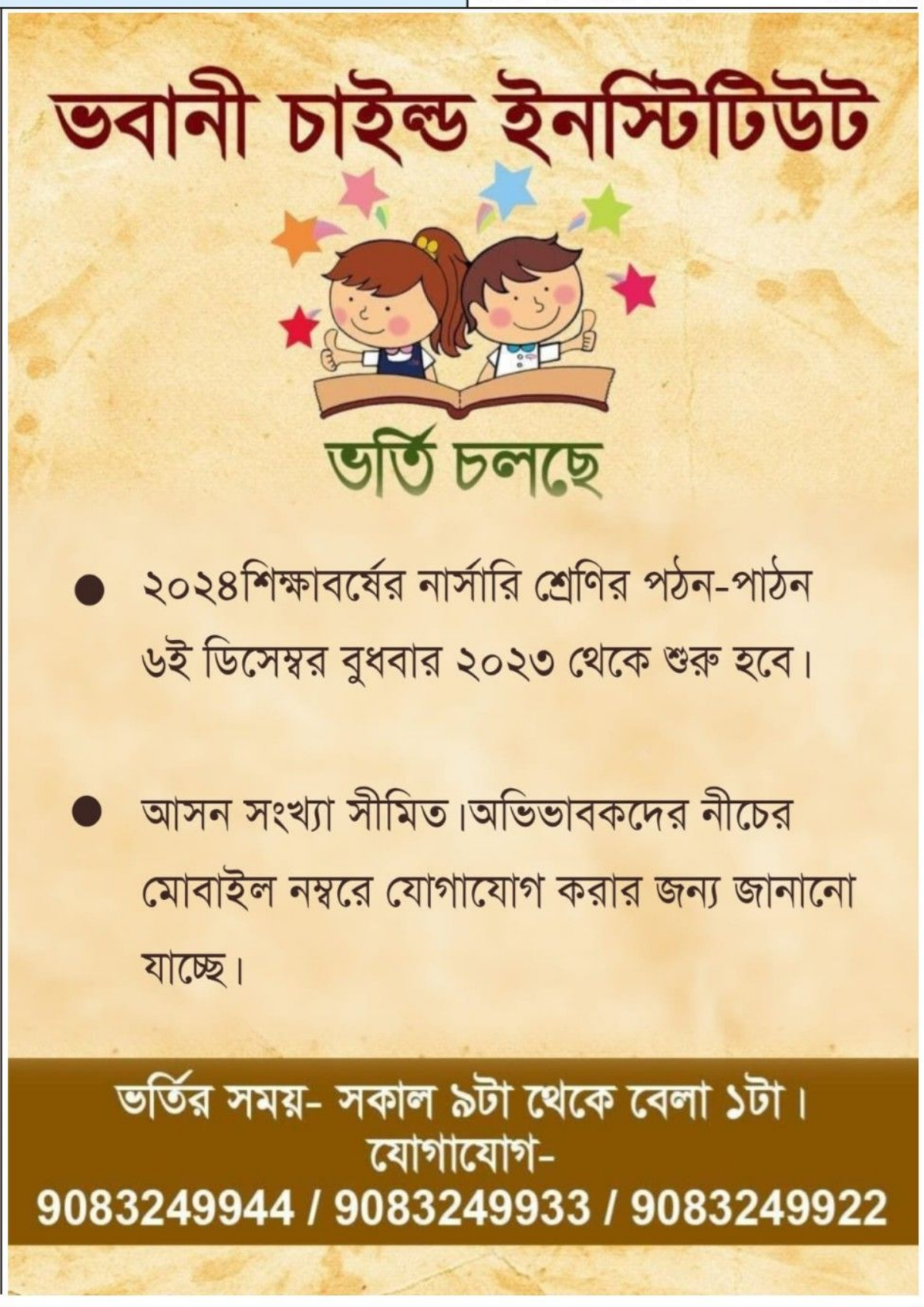

মাদক কারবারের প্রতিবাদ করায়

তৃণমূল নেতার বাড়িতে দুষ্কৃতী তাণ্ডব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার মাদক কারবারের প্রতিবাদ করায় তৃণমূল নেতার বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতী তাণ্ডব চলেছে বলে অভিযোগ। দুষ্কৃতীদের হাত থেকে তৃণমূল নেতা দিগলেস সিংকে বাঁচাতে গিয়ে মাথা ফাটল তাঁর গাড়ি চালক রাহুল পাসোয়ানের । অভিযোগ, গোটা ঘটনার মূলে রয়েছে এলাকারই কুখ্যাত দুষ্কৃতী কালাবাবু। ঘটনার পর থেকে ফেরার অভিযুক্ত । তবে তাঁর এক সহযোগীকে গ্রেফতার করা গিয়েছে। ঘটনার করে তদন্ত শুরু হয়েছে পুলিশ । ভর সন্ধ্যায় দুষ্কৃতী তাণ্ডবে উত্তেজনা ছড়িয়েছে ভাটপাড়া পৌরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের আটচলা বাগান রোডে।এ দিকে,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ এলেও তাদের সামনেই কালাবাবুর দলবল দাপিয়ে বেড়ায় বলে অভিযোগ। এ নিয়ে পুলিশের সামনেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ভাটপাড়ার তৃণমূল নেতা দিগলেস সিং । তিনি বলেন, "এর আগেও আমার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল কালাবাবুর দলবল । সেই ঘটনায় গ্রেফতার হয়ে জেলেও গিয়েছিল সে । কয়েক মাস জেলে থাকার পর জামিন পেয়ে ফের কালাবাবু মাদক কারবার শুরু করে এলাকায় । আমাকে মেরে দিলেও প্রতিবাদের কণ্ঠ বন্ধ হবে না । এর এই সাহসের পিছনে নিশ্চয় কারও না কারও মদত রয়েছে । তা না হলে কালা বাবু বাড়িতে ঢুকে এভাবে হামলা চালাতে পারে না । এর শেষ দেখে ছাড়ব ।" অন্যদিকে, ওই তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলার ছবি ধরা পড়েছে এলাকারই সিসিটিভিতে । সেখানে দেখা যাচ্ছে, বেশকিছু যুবক ছুটে এসে ওই তৃণমূল নেতার বাড়িতে ঢুকে পড়ছে । চলছে অনবরত চিৎকার চেঁচামেচিও ।জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় মাদক কারবার চালাচ্ছে কালাবাবু । এর জেরে এলাকার পরিবেশও নষ্ট হচ্ছিল । অভিযোগ, মাদক কারবারের প্রতি আসক্ত বাড়ছিল স্থানীয় যুবকদের। এ নিয়ে প্রতিবাদ করায় হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছিল তৃণমূল নেতা দিগলেস সিংকে । তারই মধ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালায় ওই তৃণমূল নেতার বাড়িতে।

অভিযোগ, এ দিন দলবল নিয়ে সটান তাঁর বাড়িতে পৌঁছে যায় কালাবাবু । এরপরই লাঠি ও রড নিয়ে দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়ে বাড়ির অন্দরে। দাপিয়ে বেড়ায় সেখানে। দুষ্কৃতীদের দাপাদাপির খবর কানে আসতেই দোতলা থেকে সোজা নীচে নেমে আসেন ওই তৃণমূল নেতা । তাঁর দাবি, তিনি নেমে আসতেই রড দিয়ে তাঁকে মারধর করার চেষ্টা করা হয় । হামলার সময় তাঁকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন তৃণমূল নেতার গাড়ির চালক রাহুল পাসোয়ান। দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন তিনি । রীতিমতো মারধর করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । রক্তাক্ত অবস্থায় তৃণমূল নেতার বাড়িতেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে দলবল নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়েন হামলাকারী কালা বাবু । যদিও পরে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে হামলাকারী দশ দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত এবং পাকড়াও করেছে পুলিশ । ঘটনা ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে এলাকায় ।

প্রৌঢ়ের জীবন বাঁচিয়ে

আলোড়ন ফেলেছেন কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের এক ওসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাক্ষাৎ যেন দেবদূত! মাঝরাস্তায় বিপদের ত্রাতা হিসাবে হাজির পুলিশ! এক প্রৌঢ়ের জীবন বাঁচিয়ে ফের আলোড়ন ফেলেছেন কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের ওসি শৌভিক চক্রবর্তী। আচমকাই একাধিক 'পুলিশি বদনামে'র আবহেও ফের আলোচনায় তিনি।পুলিশ আধিকারিক শৌভিক চক্রবর্তী বলছেন, 'পুলিশ তো মানুষের জন্য। আমাদের কাজই হল সকলের পাশে থাকা। যে পরিস্থিতির মধ্যে ওই অসহায় দম্পতি পড়েছিলেন তখন আমার হাতে আর কোনও উপায় ছিল না।' রোগীর পরিবারের সদস্যরাও ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওই পুলিশকর্তাকে। আর এখানেই কেউ কেউ বলছেন, ঘুষ থেকে শুরু করে দুর্ব্যহার, পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের পরেও এমন পুলিশ পাওয়া কিন্তু সৌভাগ্যেরই বটে!জানা গিয়েছে, সোমবার বিকাল ৫টা নাগাদ হাওড়া ব্রিজের কাছের ব্রেবোর্ন রোড ফ্লাইওভারের উপর আচমকা থেমে যায় একটি গাড়ি।ঠিক তখনই এর কারণ খতিয়ে দেখতে এগিয়ে যান হাওড়া ব্রিজের ট্র্যাফিক গার্ডের অফিসার ইন-চার্জ শৌভিক চক্রবর্তী। সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল-কে ওই পুলিশ আধিকারিক বলছেন, 'আমি যখন যানযটের কারণের উতেস পৌঁছয়, দেখি একটি গাড়ির চালকের আসনে বসে

এরপর ৩ পাতায়

জমিতে পড়ে যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ,

বিএসএফের গুলিতেই মৃত্যু!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিএসএফের গুলিতে মৃত্যু হল এক সন্দেহভাজন বাংলাদেশি গরুপাচারকারির। বুধবার সকালে এলাকার এক যুবক চাষের জমিতে কাজ করতে গিয়ে দেখেন এক যুবকের রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। এনিয়ে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। আজ ওই ঘটনা ঘটেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়ার ফকিরগছ গ্রামে। জায়গাটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের ১৭৬ নম্বর ব্যাটালিয়নের ২০ নম্বর গেটের কাছে।স্থানীয় যুবক মুস্তাক আলম বলেন, জমিতে গিয়েছিলাম। যাওয়ার সময়ে দেখি রাস্তায় একটা মৃতদেহ পড়ে। কাল রাতে গুলির আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল। মৃত ওই যুবক বাংলাদেশি নাকি ভারতের তা নিশ্চিত করে বলতে পারব না। এদিকে বাংলাদেশিদের যাতায়াত রয়েছে। দু'চারদিন আগেই এরকম একটা জিনিস হয়েছিল। আজ আবার। স্থানীয়দের দাবি, গতকাল রাতে বাংলাদেশি গরুপাচারকারীদের সঙ্গে বিএসএফ জওয়ানদের তর্কাতর্কি হয়। এনিয়ে প্রবল হাঙ্গামা হয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে ৩-৪ রাউন্ড গুলি চালায় বিএসএফ। তবে বিএসএফ সূত্রে খবর, ওই গুলিতে যে কারও মৃত্যু হয়েছে তা তারা বুঝতে পারেননি। কিছুদিন আগেও এক বাংলাদেশি গরু পাচারকারীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের এই এলাকায় ।সীমান্তের কাঁটাতারের ভেতরে বেশকিছু কৃষকের জমি রয়েছে। চাষিরা আজ সেই জমিতে গেলে ওই মৃতদেহ দেখতে পান। তড়িঘড়ি তারা খবর দেন বিএসএফকে। খবর পেয়েই বিএসএফ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। চলে আসে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিস। স্থানীয়দের দাবি, প্রতিনিয়ত বাংলাদেশি গরু পাচারকারীরা কাঁটাতার কেটে ভারতের প্রবেশ করছে এবং ভারত থেকে গরু নিয়ে বাংলাদেশে পাচার করছে। তাই বিএসএফের নজরদারি আরো কড়াকড়ি করা উচিত। স্থানীয় বেশ কয়েকজন কৃষক জানান প্রতিনিয়ত এভাবে বাংলাদেশি গরু পাচারকারীরা ভারতে ঢোকায় সমস্যায় পড়ছে স্থানীয় কৃষকরা।

দোষ প্রমাণের আগেই চোর বানিয়ে দিলেন,

বিজেপিকে বিঁধে জ্যোতিপ্রিয়র 'পাশে' মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দোষ প্রমাণের আগেই গ্রেপ্তার। কিছুই প্রমাণ হল না অথচ চোর বানিয়ে দিলেন।' নবান্নে বসে সাংবাদিক বৈঠক থেকে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সরাসরি নাম না নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিলেন, গ্রেপ্তার হওয়া মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দোষ প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর পাশেই আছেন ।রেশন দুর্নীতির জন্য এদিন উলটে বাম আমলকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন মমতা। তিনি অভিযোগ করেন, 'আমরা যখন ক্ষমতায় এলাম তখনও বাম আমলে এক কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড ছিল। সেই কার্ডে রেশন তুলে খোলাবাজারে বিক্রি হত। সেই টাকা কোথায় গেল? কোনও তদন্ত হয়েছে?' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য,'বামফ্রন্টের লোকেরা তো সব জায়গায় আছে। আমি তো কারও চাকরি খাইনি। কী করে চাকরি পেয়েছে কেউ জানে না। একজনের নামে আরেকজনও চাকরি করছে। যত দোষ, নন্দ ঘোষ। কত চিটফান্ড তৈরি হয়েছে বাম আমলে। একটারও বিচার হয়েছে? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

রেশন দুর্নীতিতে গত শুক্রবার ভোররাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মাণিক ভট্টাচার্যরা গ্রেপ্তার হয়েছেন। পার্থদের পাশে দল সেভাবে না দাঁড়ালেও তৃণমূল যে পুরোপুরি জ্যোতিপ্রিয়র পাশে থাকবে, সেটা এদিন স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন নবান্নে বসে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'সব মিনিস্টারকে অ্যারেস্ট করে দিচ্ছে কিছু না কিছু করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কাজই করতে দেবে না। এক তরফা একটা পার্টিকে দোষ দিয়ে যাচ্ছেন।'মমতার অভিযোগ, কেন্দ্রীয় এজেন্সি সুপ্রিম কোর্টের গাইডলাইনও ভায়োলেট করছে। তাঁর কথায়, 'দোষ প্রমাণের আগেই অ্যারেস্ট করে নিচ্ছে। একটা লোককে কিছু প্রমাণ হওয়ার আগেই চোর বলে দেগে দিচ্ছে। একবারও ভেবে দেখেছ, তাঁর ফ্যামিলির উপর দিয়ে কী যাচ্ছে। তাঁর সতীর্থদের কী হচ্ছে। আজ তুমি ক্ষমতায় আছ। দম্ভে অনেক কাজ করবে। একদিন তুমি ক্ষমতায় থাকবে না। সব ধরা পড়বে। সব বেরিয়ে পড়বে। কেঁচো খুঁড়লে কিন্তু সাবধান।'

রাজ্যের হাতে এল ভুড়িভুড়ি টাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের মাঝেই শিক্ষা খাতে রাজ্যকে টাকা দিল কেন্দ্র। কেন্দ্রের থেকে ফের বকেয়া টাকা পেল রাজ্য। "সমগ্র শিক্ষা অভিযান" খাতে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা পাওয়ার অনুমোদন পেল রাজ্য ।রাজ্যের তরফে সমগ্র শিক্ষা অভিযান খাতের খরচ যথাযথ হওয়ায় কেন্দ্রের তরফে ফের অর্থ অনুমোদন দেওয়া হল রাজ্যকে। মার্চ মাসের মধ্যে রাজ্যকে আরও ১২০০ কোটি টাকা এই সমগ্র শিক্ষা অভিযান খাতেই দেওয়ার কথা কেন্দ্রের ।কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক রাজ্যকে এই অনুমোদন দিল বলেই নবান্ন সূত্রে খবর। এই ৬০০ কোটি টাকার পাওয়ার মধ্যে থেকে প্রায় ২০০ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই রাজ্যকে পাঠিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাকি ৪০০ কোটি টাকাও রাজ্যকে ধাপে ধাপে দেবে কেন্দ্র বলেই কেন্দ্রের তরফে জানানো হল রাজ্যকে। সমগ্র শিক্ষা অভিযান খাতের মধ্যে প্যারা টিচারদের বেতন থেকে শুরু করে স্কুল নির্মাণ, স্কুলের বই কেনা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প রয়েছে।

বিপুল পরিমাণ কালো টাকা গেল কোথায়?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিপুল পরিমাণ কালো টাকা গেল কোথায়? ইডি-র তদন্তে এখন প্রধান সূচিমুখ এটিই। সেই সূত্রেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা খুঁজে দেখছেন, এই দুর্নীতির পিছনে কারা রয়েছেন? বাকিবুর রহমান যদি অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত হন, তা হলে তাঁর পিছনে কোন কোন প্রভাবশালী ছিলেন?পাশাপাশি, ২০০১ সালের পর থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূলের 'মুখ' হয়ে উঠেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়। নানা সময়ে বিভিন্ন ভোটে 'বালু'দার (জ্যোতিপ্রিয়ের ডাকনাম) লোকজনই বেশির ভাগ টিকিট পেয়েছিলেন বলে দলের একটি সূত্রের খবর। এ ভাবেই পুরসভা, পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদ এলাকায় তাঁর 'নেটওয়ার্ক' ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, কর্মাধ্যক্ষ পদে বালুদার ঘনিষ্ঠরাই এক সময়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন।

এখানে এসেই তদন্তকারীরা দু'টি সূত্রকে যুক্ত করার চেষ্টা করছেন। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির প্রশ্নকে সামনে রেখেই চলছে সেই তদন্ত। সূত্র জোড়া লেগে গেলেই হয়তো জানা যাবে, আমজনতার পাত থেকে লুটের মূল মাথা কারা।যে প্রভাবশালীদের মদতে তিনি জেলায় জেলায় জমি কিনেছিলেন বলেও সংশ্লিষ্ট সূত্রের দাবি। সেই সূত্রেই বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও তাঁর পরিবারের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টও তদন্তকারী সংস্থার আতশকাচের তলায়।

তদন্তকারীদের একটি সূত্র জানাচ্ছে, বিপুল পরিমাণ জমি কেনা কার্যত নেশায় পরিণত হয়েছিল বাকিবুরের। বাকিবুর ও তাঁর ঘনিষ্ঠদের নামে চালকল, গমকল, গুদাম, হাসপাতাল, রিসর্ট তৈরি করা হয়েছিল বলেও নানা সূত্রে খবর আসছে। বিরোধীরা সেই নিয়ে দাবিও করছেন। তবে এখনও এই নিয়ে প্রামাণ্য তথ্য আসেনি তদন্তকারীদের হাতে। তাঁরা খুঁজে দেখছেন, এই সবের সঙ্গে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়ের যোগ কতটা।বাকিবুর ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, নামে-বেনামে দেগঙ্গা, আমডাঙা, বাদুড়িয়া, অশোকনগর, হাবড়ায় পাঁচশো বিঘারও বেশি জমি কিনেছিলেন তিনি। সেই সব সূত্রের দাবি, 'উপরমহলে' চেনাজানা আছে বলে বাকিবুর ও তাঁর লোকজনকে বিশেষ ঘাঁটাত না পুলিশ-প্রশাসন। পঞ্চায়েত ও পুরসভার সদস্যদের দিয়েও 'প্রভাব খাটানোর' কাজ চলত বলে অভিযোগ। কিছু ক্ষেত্রে জমিজমায় বাকিবুরের নাম সরাসরি পাওয়া যাচ্ছে বলে একটি সূত্রের দাবি। জ্যোতিপ্রিয়ের এক ঘনিষ্ঠের দেওয়া নথিতে উল্লেখ আছে, আমডাঙার আধাটা পঞ্চায়েতের দাদপুর এলাকায় গৌড়বঙ্গ রোডের ধারে সাধনপুর মৌজায় সাড়ে সাত একর জমির মালিকানায় নাম আছে বাকিবুর রহমানের। বেশ কিছু জমি পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হলেও সেখানে কোনও নির্মাণ হয়নি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ফুড কর্পোরেশনের গোডাউন তৈরির নাম করে কম দামে এই বিপুলপরিমাণ জমি কিনেছিলেন বাকিবুর। স্থানীয় বাসিন্দা শাহজাহান আলি বলেন, "এই জমির পাশে আমাদেরও জমি রয়েছে। এখানে যাঁরা আসতেন, তাঁদের কাছে শুনেছি, এখানে না কি চালকল হবে, আটার প্যাকেট তৈরির কাজ হবে। স্থানীয়দের কর্মসংস্থান হবে। তার পর দেখলাম, মাটি দিয়ে জমি ভরাট করা হল। পরে শুনলাম চালকল হবে না।" তাঁর প্রশ্ন, "কত টাকা থাকলে তবে এত জমি কিনে বছরের পর বছর ধরে ফেলে রাখা যায়!'' বাদুড়িয়া পুর এলাকাতেওবাকিবুরের প্রায় ১৫ বিঘা জমির সন্ধান মিলেছে বলে একটি সূত্রের দাবি। এই জমি কেনা সূত্রে এমনও কথা শোনা গিয়েছে যে, প্রভাব খাটিয়ে কম দামে জমি কেনার ব্যাপারে কোনও প্রভাবশালীর (হয়তো বা কোনও মন্ত্রীর) 'সহায়তা' পেয়েছিলেন বাকিবুর। শুধু তাই নয়, এই সব কাজে যে সব জনপ্রতিনিধি 'সাহায্য' করেছিলেন বাকিবুরকে, শোনা যায়, তাঁরা পরের বিভিন্ন ভোটে 'সহজে' টিকিটও পেয়েছিলেন।

১-ম পাতার পর

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার হুমকি

পরিবারের জমি কেড়ে নেবে আমি এটা হতে দেব না। আমাকে খুন করার পরিকল্পনা করছে সেটা আমি কেন অনেকেই জানে, সেটা পারছে না বলেই আমাকে মিথ্যা মামলা দেবে সে চেষ্টা চালাচ্ছে। আমার সহ আমার পরিবারের কণ্ঠকে রোধ করতে চাইছে। তবে কুড়িটা বছর পারিনি ভবিষ্যতে পারবে কিনা সেটা ভবিষ্যতেই বলবে। তবে এসব ঘটনা সংবাদমাধ্যমের সবাই জেনেও যেন রহস্য দেখছে, একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যমরা। একথা বলতে গেলে বলতেই হয় মৃত্যুঞ্জয় বাবুর

দীর্ঘ কুড়ি বছর চলে গেল লেখালেখির জগৎ নিয়ে ,সেই থেকে নিরাপত্তার অভাবে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছিল সম্পাদক পরিবারে। তখন থেকে পরিকল্পনা করেছে এক শ্রেণীর নেতারা সাংবাদিক লেখক সম্পাদক ও চলচ্চিত্র জগতে পরিচালক ও অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে যেকোনোভাবে মেরে দেওয়ার কৌশল অভ্যতা। চলতি পথে রাস্তাঘাটে যে কোনভাবে বিষক্রিয়া, বাড়ির মধ্যে কৌশল করে যে কোন ভাবে পানীয় জল বা খাদ্যের মধ্যে বিষক্রিয়া অথবা গাড়ি চাপা দিয়ে খুন করা। অথবা রাতের অন্ধকারে বাড়ির মধ্যে ঢুকে মেরে দেওয়ার পরিকল্পনা যেন অব্যাহত, প্রায় রাতে মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ির ভিতরে লোক চলে আসে তা নিয়ে ভয়ে ভয়ে থাকে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার। কেন বা একটা পরিবারের উপরে এভাবে কুড়িটা বছর অত্যাচার, অন্যায়, খুনের পরিকল্পনা জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রইল অথচ লোকাল প্রশাসন প্রথম থেকে নির্বাক কেন? উপমহলের একশ্রেণীর প্রশাসন মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে কোনরকম সাহায্য করছে বলে কুড়িটা বছর ওর পরিবারসহ এখনো জীবিত রয়েছে তেমনি জানিয়েছেন সরদার পরিবার। সরকার যাবে সরকার আসবে পরিবর্তন হলেও অত্যাচারের নমুনা কমে না তার উদাহরণ সাংবাদিক ,সম্পাদক, অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের সবাই। অত্যাচার অব্যাহত আছে তার উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় পরিবারে সবাই মুখে মুখে প্রকাশ পায়। তার ঘরবাড়ি ভগ্ন ভয়ংকর দুর্দশায় ভরা, জমি জায়গা আছে কিন্তু মাথা গোজার যে ঘরবাড়ি ভগ্ন দশা হয়ে রয়েছে। তার পরিবারের রুটি রোজগারেও বারবার আঘাত হানছে, তার তিনটি দৈনিক সংবাদপত্র বন্ধ করা পরিকল্পনায় বহুবার বহু ক্ষেত্রেই করেছে। এই পরিবারের উপরে কোন সরকারের নজর আজও নেই, তা না হলে এই পরিবার এত দুঃখ দুর্দশা অত্যাচার এবং ভগ্ন বাড়িতে থাকতে হত না। বামফ্রন্টের আমল থেকে এই পরিবার নিরাপত্তার অভাবে ভুগছে, আজও তারা নিরাপত্তাহীনতায় তাদেরকে কোন সরকারই নিরাপত্তা দেয়নি,কেন্দ্র বা রাজ্য। এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ মৃত্যুঞ্জয় সরদার রাজনৈতিক ছত্র ছায়ায় থাকে না বলে এই পরিস্থিতি। এই পরিবার আগামী দিনে হয়তো এমনই ভাবে নৃশংসভাবে হত্যা হয়ে যাবে অথচ প্রশাসনের নির্বাক থাকবে। কৌশল করে যে কোনভাবে যদি মেরে দেয় প্রশাসন সেটা হয়তো আত্মরক্তা বা সাধারণ মৃত্যু বলে চালিয়ে দেবে। কেনই বা কুড়িটা বছর ধরে এই পরিবারের উপরে এমনই অমানবিক অত্যাচার ও নিরাপত্তাহীনতায় থাকতে হবে বর্তমান ডিজিটাল যুগে। সে কারণে বলতেই হয়

দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়া দের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে

যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ কোটি কোটি টাকা লোপাট হয়েছে তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি কিভাবে অন্য লোকের নামে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পের রেকর দেয়া হলো ক্যানিং টু বি এল আর অফিস থেকে। গতকাল সোমবার মৃত্যুঞ্জয়ের পরিবারের জমির উপরে সেই সব ব্যক্তিদের তদন্ত করার জন্য ডাকা হয়েছিল বিএলআর ও থেকে, প্রায় ৪০ জনকে নোটিশ পাঠিয়েছিলেন আর মৃত্যুঞ্জয়কে সেখানে ডাকা হয়েছিল, পরিস্থিতি উত্তেজনা থাকার কারণে মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে থেকে পুলিশের জানিয়েছিল। পুলিশ আসার ফলে লোকাল রাজনৈতিক নেতা ও ভূমি ও ভূমি সংস্কারের আধিকারিক দের উদ্দেশ্যটা বানচাল হয়ে যায়, এই দিনে আর তদন্ত করা হলো না। ম্যাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই অজুহাত দেখিয়ে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের অফিসে ম্যাপ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে। জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে ।কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে।

২ পাতার পর

প্রৌঢ়ের জীবন বাঁচিয়ে আলোড়ন ফেলেছেন কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের এক ওসি

ছটফট করছেন এক ব্যক্তি। পাশের আসন থেকে তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এসে সাহায্যের জন্য আকুতি জানাচ্ছেন।' ওই ওসির কথায়, 'ঠিক তখনই বুঝতে পারি ওই ব্যক্তির শরীরের অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু কোনও সাধারণ গাড়িতে করে বা অ্যাম্বুলেন্সেও হাসপাতালে পাঠাতে পারছিলাম না!'

ঠিক এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েই ওই পুলিশ আধিকারিক তাঁর জন্য বরাদ্দ সরকারি গাড়িতে তুলে নেন অসুস্থকে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করেন 'গ্রিন করিডোরে'র। তারপর মাত্র ৫ মিনিটেই অসুস্থ ওই ব্যক্তিকে নিয়ে তিনি পৌঁছে যান কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে । সেখানেই চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয় ওই ব্যক্তির। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগের চেয়ে ভালো আছেন ওই প্রৌঢ়। তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এমনই জানিয়েছেন ওই হাসপাতালের চিকিৎসকেরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থ ওই ব্যক্তির নাম বিশ্বনাথ দাস। বছর ৬০-র প্রৌঢ় অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। তাঁর স্ত্রী শাশ্বতী দেবী সিইএসসি-তে চাকরি করেন। তাঁরা উত্তর কলকাতার পাইকপাড়ার বাসিন্দা বলেও জানা গিয়েছে।

চলন্ত গাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যক্তিকে এভাবে উদ্ধারের জন্য কলকাতা পুলিশের তরফ থেকেও প্রশংসিত হয়েছেন শৌভিক চক্রবর্তী। শুধু তিনি নন তাঁর সঙ্গেই কলকাতা পুলিশের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে উঠে এসেছে কনস্টেবল প্রসেনজিত রায় ও হোমগার্ড রাজু দেবনাথের নামও।

১-ম পাতার পর

হিন্দু মহাসভার পাল্টা নতুন 'জন সঙ্ঘ'

দু'জনেই দাবি করতেন, অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার রাজ্য শাখার দায়িত্ব তাঁর। আসলে হিন্দু মহাসভার কোনটি আসল, তা নিয়ে জাতীয় স্তরেও রয়েছে বিতর্ক। কলকাতায় গান্ধীরূপী অসুর বানিয়ে প্রচারে আসা চন্দ্রচূড় নন, তিনিই যে 'আদি' হিন্দু মহসভার রাজ্য নেতা, সেই দাবি করে বর্ধমানের বাসিন্দা কার্তিকের দাবি ছিল, তাঁকে নিয়োগ করেছেন খোদ সর্বভারতীয় সভাপতি স্বামী ত্রিদণ্ডী মহারাজ ।যদিও সে দাবি এখন অতীত। হিন্দু মহাসভা ছেড়ে কার্তিক যোগ দিয়ে ফেলেছেন নতুন দলে। সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গিয়েছেন তার রাজ্য সভাপতির দায়িত্বও। উত্তরপ্রদেশে ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে আগে জন্ম নেয় এই দল। নির্বাচন কমিশনের তালিকায় আঞ্চলিক দল হিসাবে স্বীকৃতিও পায় 'জন সঙ্ঘ পার্টি'। ২০১৭ এবং ২০২২ সালে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা ভোটে কয়েকটি আসনে প্রার্থীও দিয়েছিল জয়েন্দ্র সিংহের সেই দল। তবে জয় মেলেনি কোথাও। এ বার সেই দলেরই পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি হয়েছেন কার্তিক। হিন্দু মহাসভা ছেড়ে দেওয়ার কারণ হিসাবে তিনি বলেন, "হিন্দু মহাসভার অনেক ভাগ। বাংলায় তো বটেই, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও। তা ছাড়া নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি নেই। ভোটে লড়তে হলে নির্দল প্রার্থী হতে হয়। কিন্তু জন সঙ্ঘ পার্টির হয়ে ভোটে লড়া যাবে। তা ছাড়া, যে আদর্শ নিয়ে ওই দল তৈরি হয়েছিল, তার থেকে এখন অনেক দূরে চলে গিয়েছে। বাংলায় হিন্দু মহাসভার নামে যা করা হচ্ছে, সেটা সমর্থনযোগ্য নয়।"লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় প্রার্থী দেওয়ার কথা ভাবছেন না কার্তিক। বরং, তিনি বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীকেই 'নেতা' মনে করেন। কার্তিক স্পষ্ট করেই আনন্দবাজার অনলাইনকে বলেন, "বিজেপির সঙ্গে কোনও বিবাদ নেই আমাদের। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ যে পথে এগোচ্ছে তাতে আমাদের সমর্থন রয়েছে।" আর বাংলার রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কার্তিক বলেন, "বিরোধী দলনেতা হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকাও আমরা সমর্থন করি। বাংলায় অতীতে কোনও বিরোধী দলনেতাকে এমন লড়াকু ভূমিকা নিতে দেখা যায়নি। উনি সত্যিই নেতা।"তবে কি বিজেপির দ্বিতীয় শক্তি হিসাবেই কাজ করবে কার্তিকের দল? বিক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মী, সমর্থকরাই তাঁর সম্পদ? কার্তিক বলেন, "আমাদের অনেক পুরনো কর্মী রয়েছেন। যাঁরা এখন আর হিন্দু মহাসভার উপরে আস্থা রাখছেন না। আর এটাও ঠিক নয় যে, আমরা বিজেপির হয়ে কাজ করব। আলাদা দল হিসাবেই রাজ্য সংগঠন গড়ে তোলা আমার লক্ষ্য।" একই সঙ্গে তাঁর দাবি, শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে লক্ষ্য নিয়ে ভারতীয় জনসঙ্ঘ গঠন করেছিলেন, সেই আদর্শই তাঁর দলের পাথেয়।প্রসঙ্গত, শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় জনসঙ্ঘ তৈরি করেছিলেন ১৯৫১ সালে। ১৯৬২, ১৯৬৭ এবং ১৯৭১ সালের লোকসভা নির্বাচনে যথাক্রমে ১৪, ৩৫ এবং ২২টি আসনে জয়ী হয়েছিল সেই জনসঙ্ঘ। ১৯৭৭ সালে জনতা পার্টির সঙ্গে জনসঙ্ঘ মিশে যায়। ১৯৮০ সালে ভেঙে বেরিয়ে জনসঙ্ঘেরই উত্তরসূরি হিসাবে বিজেপির জন্ম হয়। অন্য দিকে, ১৯১৫ সালে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠা। তখন নাম ছিল সর্বদেশক হিন্দু সভা। পরে ১৯২১ সালে হয় অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা। ১৯৫১ সালের লোকসভা নির্বাচনে চারটি আসনে জয় পায় তারা। এর পরে ক্রমেই কমতে থাকে শক্তি। শেষ বার ১৯৮৯ সালে লোকসভায় একটি আসনে জিতেছিল।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৯৭ সংখ্যা ০২ নভেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ১৫ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সচিব পদ কি থাকছে বালু-কন্যা প্রিয়দর্শিনীর?

বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই শিরোনামে রয়েছেন প্রিয়দর্শিনী মল্লিক। আদালত, হাসপাতাল থেকে সিজিও কমপ্লেক্সে, সর্বত্র দেখা যাচ্ছে মন্ত্রী-কন্যাকে। পেশায় অধ্যাপক প্রিয়দর্শিনীর বিপুল সম্পত্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই উঠেছে প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠেছে, শুধুমাত্র টিউশন পড়িয়ে মন্ত্রীর মেয়ে কীভাবে প্রায় সাড়ে তিন কোটির মালিক হলেন?একই প্রশ্ন তুলেছেন, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রাক্তন সচিব দেবাশিস সরকার। তাঁর কথায়, ১৯৭৮ সালে তৈরি এই উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বোর্ড বা কাউন্সিলের কাজ হল লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মূল্যায়ন করা ও ফল প্রকাশ করা। সেই ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার পথে যায়। তাই এই প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রহণযোগ্যতা সর্বত্র রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। দেবাশিস সরকারের স্পষ্ট বক্তব্য,কোনও অপরাধের অভিযোগ উঠলে, লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর স্বার্থে তাঁর সরে যাওয়া উচিত। এমন কোনও ব্যক্তির কাজ করা উচিত নয়,অভিযোগ মুক্ত হওয়ার পর সসম্মানে কাজ করতে পারেন বলে মনে করেন তিনি। তবে প্রিয়দর্শিনী পদে থাকবেন কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে প্রশাসনের শীর্ষ মহল।এমনকী বেশ কিছু ভুয়ো সংস্থার ডিরেক্টর হিসেবেও প্রিয়দর্শিনীর নাম আছে বলে দাবি ইডি-র। এবার মন্ত্রী-কন্যার পদ নিয়েই টানাটানি। দুর্নীতির সঙ্গে যাঁর যোগ সামনে আসছে, তাঁকে কি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের মতো প্রতিষ্ঠানের সচিবের মতো পদে রাখা যায়?

মন্ত্রী-কন্যার পদ সংক্রান্ত প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত বিকাশ ভবন। এমনিতেই শিক্ষা দফতরের বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। তার মধ্যে কোনও দুর্নীতির আঁচ লাগুক, তা চান না অনেকেই। সংসদ নিয়ে বিতর্ক হোক, চায় না বিকাশ ভবনের একটা বড় অংশ। এমতাবস্থায় প্রিয়দর্শিনীর পদ যাবে নাকি থাকবে? তা নিয়েই বেড়েছে জল্পনা।বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন,মন্ত্রীর দুর্নীতর সঙ্গে তাঁর মেয়ের যোগ ছিল, এমন অভিযোগ উঠেছে। এমনকী টিউশন পড়িয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন বলেও অভিযোগ। এমন একজনকে কেন সচিব পদে রাখা হবে? তাঁর আরও প্রশ্ন,মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়েই তো সচিব নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি কি কিছুই জানতেন না? জানলে কেন নিয়োগ করা হল? অবিলম্বে প্রিয়দর্শিনীকে সরিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি।

কেজরিওয়াল গ্রেফতার হলে মুখ্যমন্ত্রী কে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার ইডি দফতরে তলব করা হয়েছে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে। গত শনিবার ইডির নোটিস পাওয়ার পর প্রকাশ্যে আসেননি কেজরিওয়াল।বুধবার ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। তবে ইডি প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। ঘোষণা করেন, দিল্লি পুর নিগমের পাঁচ হাজার অস্থায়ী কর্মচারীকে স্থায়ী করে নেবে তাঁর সরকার।প্রসঙ্গত, এর আগেও তাঁকে দফতরে ডেকে আবগারি কেলেঙ্কারি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই-ও।

সোমবারই এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টে জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে যায় দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা সাবেক আবগারি মন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার। তাঁর বিরুদ্ধে এই কেলেঙ্কারিতে ৩৩৮ কোটি বেআইনি অর্থ হাতবদলে যুক্ত থাকার প্রমাণ সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করে ইডি। তারপর জামিনের আবেদন খারিজ করে সর্বোচ্চ আদালত। এর পরই তলব করা হয় কেজরিওয়ালকে।এই মর্মে মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ইডি দফতরে যাওয়ার আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী একটি জনমুখী কর্মসূচি ঘোষণা করে জনমন জয়ের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইডি নিয়ে তাঁর মন্ত্রী অতিশীর মন্তব্য ঘিরে জল্পনা তাতে থামছে না। মঙ্গলবার আপ মন্ত্রী অতিশী সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বলেন, তাঁদের আশঙ্কা, ইডি দফতরে গেলে গ্রেফতার করা হতে পারে কেজরিওয়ালকে। ফলে জল্পনা আছে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এই দফায় এড়িয়ে যেতে পারেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রচার নিয়ে ব্যস্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। ইডিকে এড়াতে এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করতে পারেন তিনি।

প্রশ্ন উঠেছে, ইডি যদি আপ সুপ্রিমোকে গ্রেফতার করে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন। কে চালাবেন দল? ইতিমধ্যে আপের দুই মন্ত্রী ও এক সাংসদ মদ কাণ্ডে জেলে। তাঁদের মধ্যে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়া এবং রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং ছিলেন সরকার ও দলের স্তম্ভ।বুধবার আপ নেতা সঞ্জয় ভরদ্বাজ বলেন, কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের সম্ভাবনা দল উড়িয়ে দিচ্ছে না। সত্যিই তাঁকে গ্রেফতার করে নিলে দল ও সরকারের হাল কে ধরবেন সে ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। শীর্ষ নেতৃত্ব এই ব্যাপারে আলোচনা করছে।

এই পরিস্থিতিতে আম আদমি পার্টিকে তীব্র আক্রমণ শুরু করেছে বিজেপি। পদ্ম শিবিরের দিল্লির নেতা মনোজ তিওয়ারি বুধবার বলেন, দিল্লির সরকার জেলখানা থেকে চালানো ছাড়া উপায় নেই। গোটা আপ মন্ত্রিসভা জেলে যাবে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করতে পারে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট মঙ্গলবার সকালে এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেন আম আদমি পার্টি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী অতিশী। তাঁর বক্তব্য, সরকার ও দলের কাছে খবর আছে, কেজরিওয়াল গেলেই ইডি তাঁকে গ্রেফতার করবে।

আপ মন্ত্রীর দাবি, কেজরিওয়াল নির্দোষ। কিন্তু বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী চান, তাই গ্রেফতার করা হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে। কারণ প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ভয় পান।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

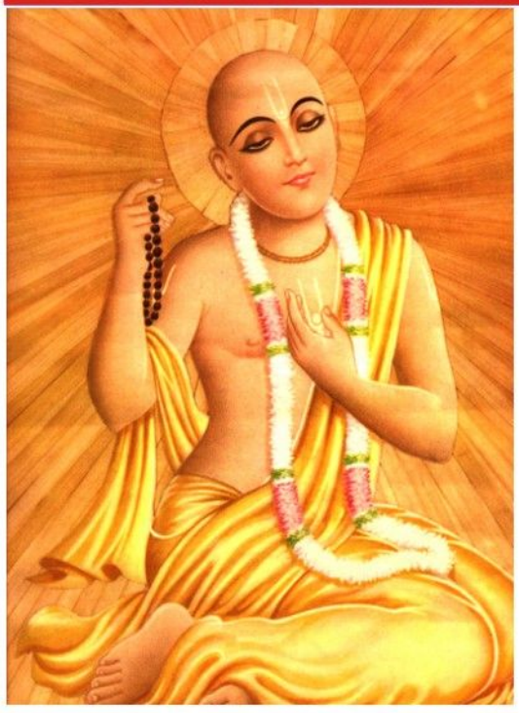

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তথাপি সে-সব নাম অনুভব হয়।।
কথোকাল পরে কথোগ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথোগ্রাম নাম লোকে অস্তব্যস্ত কৈল।।"

এই প্রবন্ধের উৎস এই পরিপ্রেক্ষিতেই। শব্দের বিকৃতিকরণ ও গ্রাম লুপ্ত হয়েছিল এ ব্যাপারে গ্রন্থে উল্লিখিত থাকলেও অনেকে ভক্তিরত্নাকরকে কাল্পনিক গ্রন্থ বলেছেন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের সাংবাদিকথার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সরকারি প্রেস কার্ড পাচ্ছে না অনেক সাংবাদিক। কারণ প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রিক মিডিয়া ছাড়াও ডিজিটাল মিডিয়ার প্রভাব প্রচন্ড হারে বেড়েছে বর্তমান ডিজিটাল যুগে । ডিজিটাল মিডিয়াকে সরকারি নথিভুক্ত করেনি রাজ্য সরকার তার জন্য সরকারি প্রেস কার্ড দিচ্ছে না রাজ্যের পক্ষ থেকে। তাহলে কি দিনের পর দিন ডিজিটাল মিডিয়ার ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার। আগামী দিনে ডিজিটাল মিডিয়ার ভবিষ্যৎ তো অনেক উজ্জ্বল হলেও সরকারিভাবে স্বীকৃতি না পাওয়ার কারণে ডিজিটাল মিডিয়া মুখ থুবড়ে পড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ডিজিটাল মিডিয়ার নিয়ে কিছুটা এগিয়ে এসে সরকারি রেজিস্টারবৃত্ত করেও সম্পূর্ণ রূপে সিদ্ধান্ত আজও নিতে পারিনি। তাহলে কি আগামী দিনের সাংবাদিকদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে এ প্রশ্নচিহ্ন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল মিডিয়া কি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আদবি প্রাধান্য দেয়া হবে না, এই প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছে সবার মুখে মুখে। বর্তমান ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে, ডিজিটাল মিডিয়াকে রোধ করার আপ্রাণ চেষ্টা বর্তমান সরকারের কেন্দ্র কিবা রাজ্য। তা না হলে কেনই বা সরকারি প্রেসকার্ড থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ডিজিটাল মিডিয়া। বর্তমান ডিজিটাল মিডিয়া যেভাবে এগিয়ে এসেছে তাদেরকে বঞ্চিত রাখার একটা বড় কৌশল। তাই এ বছরেও সরকারি প্রেস কার্ড দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে নতুন ভাবে সেখানে ডিজিটাল মিডিয়ার টাই পাইনি। তাহলে কি ভবিষ্যৎ ডিজিটাল মিডিয়ার অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কেন্দ্র বাড়াচ্ছে সরকার প্রশ্ন ডিজিটাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের মুখে মুখে। তবে এ নিয়ে হয়তো ডিজিটাল মিডিয়া এক হয়ে ভবিষ্যতে আন্দোলনের মুখী হতে পারে তেমনি ইঙ্গিত স্পষ্ট। আর সেই কারনে বলতে চাই সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতা দুটো বিষয় যেন আমরা একটু ব্যতিক্রমী ভাবে ভাবতে থাকে, সংবাদমাধ্যম না থাকলে সাংবাদিকদের জন্ম হতো না আর সাংবাদিক না থাকলে সংবাদমাধ্যম চালানো সম্ভব নয়। সাংবাদিকরা যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে চলেছে, মোবাইল সাংবাদিকতা যুগে কে যে আসল আর কে যে নকল , কে প্রকৃত সাংবাদিককে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত এটা অনেক মানুষের ধারণা যেন বদলে দিয়েছে। আমরা সবাই সাংবাদিক একে অপরের দোষারোপ না করে সবাই কিন্তু সমাজের ভালোর জন্য কাজ করে চলেছি। তাও বলি আজ সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষে আকার নিয়েছে, সংবাদ সংস্থা ও সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের পাশে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার যদি না থাকে তাহলে আগামী দিনের সংবাদ সংস্থার বেহাল দশায় পরিণত হবে। ইতিমধ্যে ছোট এবং দৈনিক পত্রিকাগুলো বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই ধুঁকছে বহু পত্রিকা বন্ধের মুখে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার এই পত্রিকাগুলো বাঁচানোর যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে আগামী দিনে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকতা তাদের ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নতি হবে। সমস্ত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সরকারিভাবে যদি মাসিক বেতন ও সরকারি সঠিক বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজ গুলোর কাছে পৌছায় তাহলে আগামী দিনে এই কাগজগুলোর এবং এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক, মালিক এবং কর্মচারীরা ভারত বর্ষ তথা বাংলার অনেক উন্নতির দিক তুলে ধরতে পারবে।তবে দিনের পর দিন যেভাবে বড়লোকি কেন্দ্রীয় সরকারের বড়লোকি কাগজ অথবা ইলেকট্রন মিডিয়াদের সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করছে। অন্যদিকে এটা বলা বাহুল্য যে ছোটকাগজ গুলোকে একপ্রকার গলাটিপে হত্যা করার মতন অবস্থা শুধু পশ্চিমবাংলায় এক কোটির উপরে এরকম ছোটকাগজ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তারা বিজেপি থাকা কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী মোদি বাবু এই ছোটকাগজ গুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে ,তাদের গলাটিপে হত্যা করছে। সরকারি বিজ্ঞাপন টুকু তাদের দেয়া হচ্ছে না। এক চোখে বিচার চলছে ডিজিটাল মিডিয়াকে যদিও মাধ্যম করে থাকে অথচ ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য আজকের দিন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করা হয় না। সরকারের স্বচ্ছতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তারা দিনের পর দিন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নামে একপ্রকার প্রিন্ট মিডিয়াতে অবজ্ঞার চোখে দেখছে অথচ ডিজিটাল মিডিয়াকে তেমনি ভাবে ভারতবর্ষে আজও কোনরকম সরকারি বিজ্ঞাপন এর অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে না। কৌশলগতভাবে বিজেপি সরকার গ্রামের ছোট কাগজের কণ্ঠরোধ করে দিয়ে কাগজগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে ফেলে দিয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার এক কোটি কাগজকে এইরকম গলাটিপে হত্যা করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের থাকাকালীন এইরকম দুর্দশা ছিলনা বর্তমান যা পরিস্থিতি সংবাদমাধ্যমের মালিক-কর্মচারী ও সাংবাদিকরা কয়েক লক্ষ বেকারের পথে অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের ভেঙে পড়েছে। তার হিসাব কেন্দ্রীয় সরকার তো রাখেনি না রাজ্য সরকার তো দূরের কথা। গ্রাম গঞ্জের ছোটকাগজ কে কেন্দ্র করে বহু বেকার যুবক-যুবতীরা এবং শিক্ষিত সমাজ গ্রামের কৃষ্টি কালচার ও সংস্কৃতি এবং সে কাগজগুলো প্রায় কয়েক কোটি করে কয়েক পাঠক তৈরী করে রেখেছে সমস্ত কাগজ মিলিয়ে। তাদের কণ্ঠকে গলাটিপে রোধ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার এমনই অভিযোগ বহুদিনের বিশেষ করে মোদি জামানার। করোনাভাইরাস প্রকট এ ছাড়া ভারতবর্ষ জুড়ে লকডাউন দীর্ঘকালীন ফলে সংবাদমাধ্যমের মালিক ও কর্মচারীদের অবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তেমনই পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে সারা ভারতবর্ষের একাধিক সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল এবং কাগজ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে মালিকপক্ষ রাও এ বিষয়ে একাধিক পত্রপত্রিকাসহ ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন পাশে দাঁড়িয়ে তেমনি কোনো সমাধান হয়নি এই দুর্দশার দিনে।তবে বাংলার সংবাদমাধ্যমে সংস্থার পাশে জীবন থাকতে পিছপা হবেনা অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সহ সম্পাদক স্বপন দত্ত।তিনি বলেন লকডাউন এর পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডের বাংলা দৈনিক পত্রিকার কলকাতায় সমস্ত ধরনের কাজের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এর পাশে সর্বদা সহযোগিতায় ও আপদ বিপদ সর্বদাই পাশে রয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করেছেন স্বপন দত্ত যাতে এই পত্রিকার সরকারিভাবে বিজ্ঞাপন পায় তার অনুমোদন দেওয়ার জন্য।লকডাউন এর ফলে দুস্ত ও সমস্ত সরকারি-বেসরকারি সাংবাদিকরা তাদের পারিবারিক অবস্থা খুব দুর্ভাগ্যজনক,এমনই পরিস্থিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে আর্থিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেই।বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংবাদিকদের পাশে সর্বদা সজাগ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা এবং মৃদুল ব্যানার্জি ও ভগবতী সর্দার, স্বপন দত্ত বাউল এবং বাশিরুল হক সহ অন্যান্যরা সাংবাদিকতা বিধ্বস্ত জাতিকে পুনর্গঠনে অবদান রাখতে পারে, ঠিক তেমনি সাংবাদিকতার নামে মিথ্যাচারিতা, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা এক সুসংহত জাতিকে হিংসাত্মক যুদ্ধের দাবানলে অগ্রসর ভূমিকা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

মেয়েরা শুধু যৌনসুখের জন্য নয়, বিজেপি নেতাকে কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দিল্লির লবকুশ রামলীলায় প্রথম মহিলা হিসেবে রাবণ দহন করার সুযোগ পান কঙ্গনা রনৌত। অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। তাতেই আপত্তি জানিয়েছেন বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। ছাড়লেন না সমালোচনা করতে। 'এক্স' সাইটে ক্ষোভ প্রকাশ করে কঙ্গনার বিকিনি পরা ছবিও শেয়ার করেন তিনি। তাতেই পাল্টা জবাব দেন বলিউডের 'কন্ট্রোভার্সি কুইন'।

কঙ্গনার বিকিনি পরা ছবির পোস্ট শেয়ার করে 'এক্স' সাইটে সুব্রহ্মণ্যম স্বামী লিখেছেন, 'এসপিজি গসিপ' অনুযায়ী ইনি প্রায়শই উড়ে বেড়ান। শুধু এসপিজি গসিপ কেন? কারণ সংগঠনের মানুষজন একটু বেশিইমাত্রায় কাজ করে ফেলেছেন। এনাকে মুখ্য অতিথি করাটা মর্যাদা পুরুষোত্তমের প্রতি অশোভনীয় আচরণ।

এর জবাবে কঙ্গনা লেখেন, 'বিকিনি পরা ছবির সঙ্গে নোংরা মন্তব্যের ছবি শেয়ার করে আপনি বলতে চাইছেন রাজনীতির পথে আমার শরীর ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার নেই। হা হা, আমি একজন শিল্পী আর তর্কসাপেক্ষ হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো, একজন লেখিকা, পরিচালক, প্রযোজক আর বিপ্লবীমনের একজন দক্ষিণপন্থী ইনফ্লুয়েন্সার। যদি আমার বদলে কোনও পুরুষ হতেন তাহলে আর তার যদি ভবিষ্যতের মহান নেতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকত তাহলেও কী আপনার মনে হত তিনি নিজের শরীরের বিনিময়ে রাজনীতিতে প্রবেশের চেষ্টা করছেন?

এর জবাবে কঙ্গনা লেখেন, 'বিকিনি পরা ছবির সঙ্গে নোংরা মন্তব্যের ছবি শেয়ার করে আপনি বলতে চাইছেন রাজনীতির পথে আমার শরীর ছাড়া আর কিছুই দেওয়ার নেই। হা হা, আমি একজন শিল্পী আর তর্কসাপেক্ষ হিন্দি সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো, একজন লেখিকা, পরিচালক, প্রযোজক আর বিপ্লবীমনের একজন দক্ষিণপন্থী ইনফ্লুয়েন্সার। যদি আমার বদলে কোনও পুরুষ হতেন তাহলে আর তার যদি ভবিষ্যতের মহান নেতা হওয়ার সম্ভাবনা থাকত তাহলেও কী আপনার মনে হত তিনি নিজের শরীরের বিনিময়ে রাজনীতিতে প্রবেশের চেষ্টা করছেন?

এরপরই অভিনেত্রী লেখেন, 'মনের ভেতরে গেঁথে থাকা লিঙ্গ-বৈষম্য আর নারীর শরীরের প্রতি সুপ্ত লালসার প্রতিফলনে আপনার কথা বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষের কথার মতো শুনতে লাগছে। মেয়েরা শুধুমাত্র যৌনলালসার জন্য নয়, তাদের মস্তিষ্ক, মন, হাত, পা-সহ আরও অনেক কিছু আছে যা পুরুষদের রয়েছে কিংবা কোনও মহান নেতা হওয়ার জন্য লাগে। তাই না মিস্টার সুব্রহ্মণ্যম?

বিগত কয়েক বছর ধরেই বলিউড 'কুইন' কঙ্গনার হাত ধরে আসছে না কোন হিট সিনেমা। 'থালাইভি' থেকে শুরু করে 'পাঙ্গা' কিংবা 'ধাকড়'র মত একের পর এক ফ্লপ ছবি মুক্তি পেয়েছে তার। এরই মাঝে শুক্রবার মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত 'তেজস' ছবিটি। মুক্তির প্রথম দিনে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি

বলিউড মুভি রিভিউজ বলছে, ভারতের আড়াই হাজার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি প্রাপ্ত 'তেজস' ছবি মুক্তির প্রথম দিনে আয় করেছে মাত্র দেড় কোটি রুপি! যার ভেতর পিভিআর, আইনক্স ও সিনেপলিস থেকে এসেছে ৮৫ লক্ষের কাছাকাছি। বাকি এসেছে সিঙ্গেল স্ক্রিনগুলো থেকে। অথচ তারপরও প্রথমদিন হলে ৭% দর্শকাসনও ভর্তি হল না।

সব বয়সীরাই দেখতে পারবে 'টাইগার ৩', তবে...

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কোনো ধরনের বিতর্ক বা কর্তন ছাড়াই সেন্সর ছাড়পত্র পেল সালমান খানের অসন্ন সিনেমা 'টাইগার ৩'। মণীশ শর্মা পরিচালিত এ সিনেমায় সালমানের বিপরীতে দেখা যাবে ক্যাটরিনাকে। ভারতীয় সেন্সর বোর্ডের পক্ষ থেকে ইউ/এ সার্টিফিকেট পেয়েছে 'টাইগার ৩'। অর্থাৎ সব বয়সীরাই হলে গিয়ে ২ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট দৈর্ঘ্যের এ সিনেমা দেখতে পারবে। তবে ১২ বছর বা তার কম বয়সীদের ক্ষেত্রে বাবা-মা বা কোনো অভিভাবক সঙ্গে থাকতে হবে।

৫ নভেম্বর থেকে এ সিনেমার অ্যাডভান্স বুকিং শুরু হবে বলে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর এসেছে। চলতি মাসের শুরুর দিকেই সহ-অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফকে ট্যাগ করে ইনস্টাগ্রামে 'টাইগার ৩' এর নতুন পোস্টারের সাথে মুক্তির দিনক্ষণ জানিয়েছিলেন সালমান।

'টাইগার ৩' তে ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহরুখ খানও। নির্মাতা মনীশ শর্মা বলেন, বছরের শুরুতে শাহরুখের 'পাঠান' সিনেমায় ক্যামিও চরিত্র করেন সালমান। তেমনি ভাইজানের এই সিনেমতেও 'জবরদস্ত' রূপে হাজির হবেন শাহরুখ।

ঐশ্বরিয়ার পর ফ্রান্সে সম্মানিত রিচা চাড্ডা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনয়ে নিজেকে ভেঙে কত রকম চরিত্রে উপস্থাপন করা যায়, তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরছেন রিচা চাড্ডা। সেই সুবাদে কুড়িয়েছেন চলচ্চিত্রবোদ্ধা ও অসংখ্য দর্শকের প্রশংসা। কিন্তু বড় কোনো পুরস্কার এই বলিউড অভিনেত্রীর ঝুলিতে। যদিও এ নিয়ে কখনও দুঃখ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি তাঁকে। বরং নিজের মতো করেই কাজ করে গেছেন চলচ্চিত্র দুনিয়ায়। তাই দেরিতে হলেও এবার সম্মানিত করা হলো রিচাকে। মর্যাদাপূর্ণ 'শেভালিয়ার ডেস আর্টস অ্যাট ডেস লেটার'-এ ভূষিত করা হলো এই শিল্পীকে, যা ফরাসি সরকারের দেওয়া সর্বোচ্চ পুরস্কারের মধ্যে একটি।

এর আগে সিনেমাটিক ল্যান্ডস্কেপে অসামান্য অবদানের জন্য বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান, নন্দিত অভিনেত্রী ঐশ্বর্য রাই এই স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাই এমন সম্মাননা পেয়ে উচ্ছ্বসিত রিচা।

এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই অভিনেত্রী লিখেছেন, এটি আমার জন্য একটি অন্যরকম এক মুহূর্ত এনে দিয়েছে, যা ঠিক কথায় বোঝানো কঠিন।

তিনি আরও জানিয়েছেন, অভিনয়জগতে তাঁর যাত্রা একটি রোলার-কোস্টার রাইডের চেয়ে কম নয়। অনেক চ্যালেঞ্জ, ঘাট-প্রতিঘাত পেরিয়ে তিনি এটি অর্জন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপ্তি তাঁর জন্য শুধু ব্যক্তিগত অর্জন নয়। বরং তাঁর পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব থেকে শুরু করে তাঁর পরামর্শদাতা এবং সহযোগী-সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি।

এদিকে রিচার এমন সম্মাননা পাওয়া নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন তাঁর স্বামী অভিনেতা আলি ফজলও। এ নিয়ে তিনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিনেত্রী স্ত্রীকে উদ্দেশ করে লিখেছেন-'তুমি আরও ভালো কাজ করো, আরও বড় হও।'

প্রসঙ্গত, ১৫ বছরের অভিনয় ক্যারিয়ারে নানা ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে দর্শক মনোযোগ কেড়েছেন রিচা চাড্ডা। এ বছর মুক্তি পাওয়া তাঁর অভিনীত 'ফুকরে-৩' ছবিটিও কুড়িয়েছে দর্শক প্রশংসা।

সৌদিতে এক সাথে বক্সিং ম্যাচ দেখলেন সালমান খান-জর্জিনা-রোনালদো!

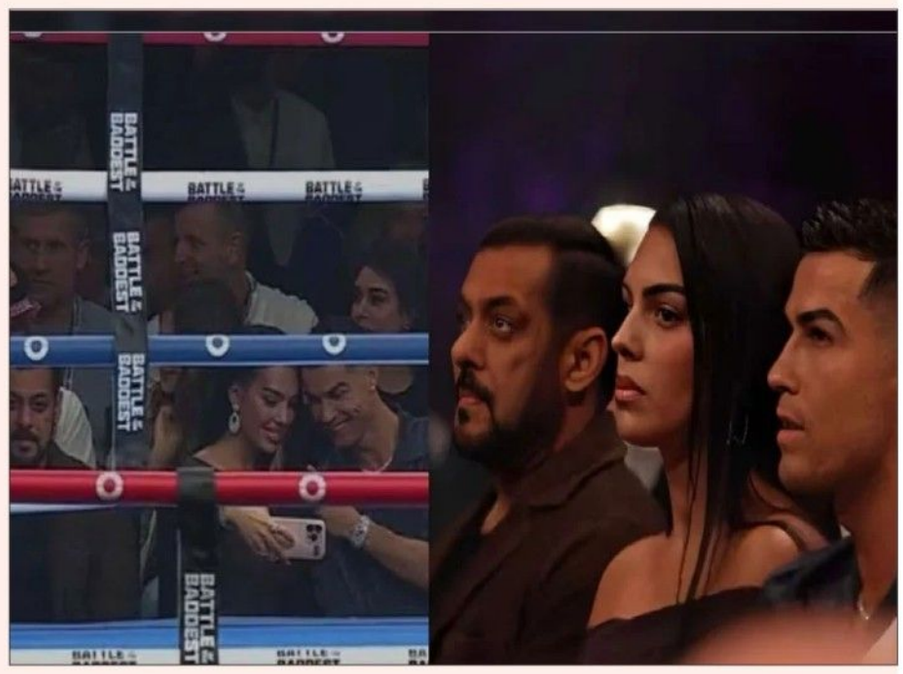

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজের সিনেমা টাইগার থ্রি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন বলিউড অভিনেতা সালমান খান। তার মাঝেই সালমানকে দেখা গেল সৌদি আরবের বক্সিং ম্যাচের গ্যালারিতে। এসময় তার পাশে ছিলেন জর্জিনা রদ্রিগেজ। আর প্রেমিকার পাশেই বসেছিলেন খোদ পর্তুগিজ ফুটবল তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

এরকম ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা মজে ওঠেন নানা আলাপে।

একটি ছবিতে সালমানের পাশে বসে থাকা জর্জিনা ও রোনালদোকে ছবিও তুলতে দেখা যায়। এসময় অবশ্য খেলা দেখায় মগ্ন ছিলেন বলিউডের ভাইজান। অবশ্য এরইমধ্যে সালমান খান ভারতে ফিরেছেন। দেশে ফিরেই বিমানবন্দরে ধরা পড়েছেন ছবি শিকারিদের ক্যামেরায়।

পয়েন্ট টেবিলে

বাঘেদেরও নিচে চ্যাম্পিয়ন সিংহরা!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে কাছে শোচনীয় হারের পর চলতি বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিলের একেবারে তলানিতে চলে গেছে বর্তমান ওয়ানডে ক্রিকেটের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড। আজ ভারতের বিপক্ষে ২৩০ রানের টার্গেটে খেলতে নেমে ভয়াবহ রকম ধস নামে ইংলিশ শিবিরে। মোহাম্মদ শামি আর জশপ্রীত বুমরাহর বোলিং তোপে বেন স্টোকসের দল গুটিয়ে যায় মাত্র ১২৯ রানে।

শত রানের ব্যবধানে হারের কারণে নেট রানরেটেও বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে আহত সিংহের দল। ১০ দলের এই আসরে দশ নম্বরেই অবস্থান করছে তারা।

ছয় ম্যাচে পাঁচ হার ইংল্যান্ডের। এক জয়ে জুটেছে ২ পয়েন্ট। সমান সংখ্যক ম্যাচে সমান হারজিতের সমীকরণে থাকা বাংলাদেশেরও পয়েন্ট ২। তবে ইংলিশদের নেট রানরেট - ১.৬৫২ আর টাইগারদের - ১.৩৩৮। তাই খানিকটা এগিয়ে থেকে পয়েন্ট টেবিলের নয় নম্বরে আছে বাংলাদেশ।

দুই জয় নিয়ে একই তালিকার আট নম্বরে আছে নেদারল্যান্ডস। একই সংখ্যক জয় নিয়ে নেট রানরেটের সুবাদে সাতে আফগানরা। আর সবার ওপরে আছে টানা ছয় জয় পাওয়া ভারত।

বিশ্বকাপ ধামাকা

২৪ বছর পর কিউইদের হারিয়ে

শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে নিজেদের সপ্তম ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে ১৯০ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এতে ২৪ বছর বিশ্বআসরে কিউইদের হারাল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯৯৯ সালে বিশ্বকাপে সবশেষ নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিল প্রোটিয়ারা। বুধবার ভারতের পুনেতে দক্ষিণ আফ্রিকার দেয়া ৩৫৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৩৫.৩ বল মোকাবিলা করে ১৬৭ রানে গুটিয়ে যায় নিউজিল্যান্ড। ফলে ১৯০ রানের বড় জয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা।

ভারত এক ম্যাচ কম খেলে ৬ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে রান রেটে পিছিয়ে দ্বিতীয় পজিশনে রয়েছে।

৩৫৮ রানের বড় লক্ষ্য তাড়ায় ব্যাট করতে নেমে দলীয় ৮ রানের মাথায় মার্কো জানসেনের শিকার হয়ে সাজঘরে ফিরেন ডেভন কনওয়ে (২)। এরপর রাচিন রাবিন্দ্রকেও (৯) দশের নিচে আউট করেন জানসেন।

চাপ কাটাতে উইল ইয়ং চালিয়ে খেলছিলেন। কিন্তু ৩৭ বলে ৩৩ করা এই ব্যাটারকে উইকেটরক্ষকের ক্যাচ বানান কোয়েটজি। অধিনায়ক টম লাথামও সুবিধা করতে পারেননি। ৪ রান করে কাগিসো রাবাদার বলে কভারে কেশভ মহারাজকে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন তিনি। ৬৭ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ধুঁকতে থাকে নিউজিল্যান্ড।

হাল ধরতে চেয়েছিলেন ড্যারেল মিচেল। কিন্তু ২৪ রান করে তিনি হন কেশভ মহারাজের শিকার। বাঁহাতি এই স্পিনারের ঘূর্ণিতে বোল্ড হন মিচেল স্যান্টনারও (৭)। ১০০ রানে ৬ উইকেট হারায় কিউইরা।

এরপর শেষদিকে গ্লেন ফিলিপস একা লড়াই করে ১৬৭ পর্যন্ত নিয়ে গেছেন দলকে। ৫০ বলে ৬০ করে শেষ ব্যাটার হিসেবে আউট হয়ে বড় পরাজয়ে মাঠ ত্যাগ করেন তিনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে কেশভ মহারাজ ৪৬ রানে নিয়েছেন ৪টি উইকেট। ৩১ রানে মার্কো জানসেন ৩টি এবং ৪১ রানে জেরাল্ড কোয়েটজি নেন দুটি উইকেট।

এর আগে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ধীরগতির শুরু করেন ডি কক ও টেম্বা বাভুমা। অধিনায়ক বাভুমা অবশ্য বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি। বিদায় নেন ২৮ বলে ২৪ রান করে। এরপর তিনে নেমে ডি ককে সঙ্গ দেন ডুসেন। দুইজনে গড়েন ২০০ রানের জুটি। সঙ্গে পান সেঞ্চুরির দেখাও। ১০৩ বলে শতকের দেখা পান ডি কক। আর ডুসেনের লাগে ১০১ বল। দারুণ এই জুটিটি ভাঙেন টিম সাউদি। ১১৬ বলে ১১৪ রান করে বিদায় নেন ডি কক। এর আগে নিজের ইনিংসটি সাজান ১০ চার ও ৩ ছক্কায়। চারে নেমে ডেভিড মিলার সঙ্গ দেন ডুসেনকে। দুইজনে গড়েন ৪৩ বলে ৭৮ রানের ঝড়ো জুটি। তবে ব্যক্তিগত দেড়শ পূর্ণ করার আগেই ডুসেনকে শিকার করেন সাউদি। ১১৮ বলে ৯ চার ও ৫ ছক্কায় ১৩৩ রান করে বিদায় নেন প্রোটিয়া ব্যাটার। শেষদিকে এসে ফিফটি পূর্ণ করেন মিলার। ৩০ বলে ৫৩ রান করে দলের সংগ্রহ সাড়ে তিনশ পার করেন তিনি। হেনরিখ ক্লাসেন অপরাজিত থাকেন ৭ বলে ১৫ রান করে। আর শেষ বলে নেমে এইডেন মার্করাম ছক্কা হাঁকিয়ে দলকে নিয়ে গেছেন ৩৫৭ রানে।

নিউজিল্যান্ডের হয়ে জোড়া উইকেট নেন সাউদি। একটি করে উইকেট পান বোল্ট ও নিশাম।

হালান্ডের নৈপুণ্যে ম্যানচেস্টার সিটির দারুন জয়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মৌসুমের প্রথম ম্যানচেস্টার ডার্বি ঘিরে রোমাঞ্চের হাতছানি ছিল অনেক। কিন্তু মাঠের লড়াই একেবারেই জমল না। ম্যানচেস্টার সিটির জার্সিতে শুরু থেকেই দুর্দান্ত ফর্মে থাকা আর্লিং হালান্ড আবারও প্রতিপক্ষের গোলমুখে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেন। জোড়া গোল করে এবং সতীর্থের গোলে অবদান রেখে দলকে এনে দিলেন জয়ের আনন্দ। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ২৯ অক্টোবর প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। দুই অর্ধে হালান্ড একবার করে জালে বল পাঠানোর পর তৃতীয় গোলটি করেন ফিল ফোডেন।

শক্তির বিচারে ম্যানচেস্টার সিটি অনেক এগিয়ে, সাম্প্রতিক সাফল্যের বিবেচনায় তো তারা সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে। এরপরও দুই নগর প্রতিদ্বন্দ্বীর লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ফুটবলের আশা ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগই দিল না সিটি। ম্যাচের অষ্টম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় সিটি। কাইল ওয়াকারের হেড পাস পেয়ে জোরাল হেড করেন ফিল ফোডেন। ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন আন্দ্রে ওনানা, কিন্তু বল হাতে রাখতে পারেননি তিনি। কাছেই ছিলেন হালান্ড, তাই ইউনাইটেডের বিপদ তখনও শেষ হয়নি। এবার পড়ে থাকা অবস্থাতেই কোনোমতে উঁচু হয়ে এক হাত দিয়ে দলকে বাঁচান ক্যামেরুনের গোলরক্ষক।

প্রতিপক্ষের রক্ষণে চাপ ধরে রাখার সুফল ২৬তম মিনিটে পায় শিরোপাধারীরা। একটি সেট-পিসের সময় ডি-বক্সে সিটির রদ্রিকে পেছন থেকে টেনে ফেলে দেন গাসমুস হয়লুন। ভিএআরে মনিটরে দেখে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। নিখুঁত স্পট কিকে দলকে এগিয়ে নেন হালান্ড। পাঁচ মিনিট পর দারুণ একটি প্রতি-আক্রমণ শাণায় ইউনাইটেড। মাঝমাঠ থেকে বল পায়ে ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে যান তরুণ ফরোয়ার্ড হয়লুন। তাকে বাধা দিতে এগিয়ে আসেন গোলরক্ষক এদেরসন, তার স্লাইড এবং পেছনে এক ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জে যদিও শট নিতে পারেননি হয়লুন। তার পাস পেয়ে ব্রুনো ফের্নান্দেসও পারেননি শট লক্ষ্যে রাখতে।

প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে সমতায় ফিরতে পারত ইউনাইটেড। তবে স্কট ম্যাকটমিনের জোরাল শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দিয়ে ব্যবধান ধরে রাখেন এদেরসন। এর দুই মিনিট পরই দ্বিতীয় গোল পেতে পারতেন হালান্ড, তবে তার হেড অসাধারণ নৈপুণ্যে রুখে দেন ওনানা।

দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে সিটি। বাঁ দিকের বাইলাইন থেকে বের্নার্দো সিলভা ক্রস বাড়ান ডান দিকের পোস্টে আর জোরাল হেডে লক্ষ্যভেদ করেন হলান্ড। গত মৌসুমের রেকর্ড স্কোরার হালান্ড এবারও গোলদাতার তালিকায় আছেন শীর্ষে। লিগে ১০ ম্যাচে তার গোল হলো ১১টি। ৬৯তম মিনিটে দারুণ একটি সুযোগ হাতছাড়া হয় ইউনাইটেডের। ক্রিস্তিয়ান এরিকসেনের উঁচু করে বাড়ানো থ্রু বল ডি-বক্সে বুক দিয়ে নামিয়ে কোনাকুনি শট নেন মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। অল্পের জন্য সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। দুই মিনিট পর হলান্ডের হ্যাটট্রিক হতে পারত। তবে ওয়ান-অন-ওয়ানে নরওয়ের স্ট্রাইকারের শট ঠেকিয়ে দেন ওনানা। ৮০তম মিনিটে হ্যাটট্রিক পূরণের আরও একটি সুযোগ পান হালান্ড। রদ্রির বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া শট ওনানা ঝাঁপিয়ে ফেরানোর পর আলগা বল পেয়ে যান তিনি। তবে দুরূহ কোণ থেকে নিজে শট না নিয়ে পাস বাড়ান গোলমুখে। ওখানে প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জ সামলে নিচু শটে জয়টা একরকম নিশ্চিত করে ফেলেন ফোডেন। গত জানুয়ারিতে এই মাঠে প্রথমে পিছিয়ে পড়েও ঘুরে দাঁড়িয়ে ২-১ গোলে জিতেছিল ইউনাইটেড। এবার তেমন কোনো সম্ভাবনা জাগাতেই পাল না তারা। দারুণ এই জয়ের পর ১০ ম্যাচে আট জয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে উঠেছে ম্যানচেস্টার সিটি। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল। শীর্ষে থাকা টটেনহ্যাম হটস্পারের পয়েন্ট ২৬। দিনের আরেক ম্যাচে নটিংহ্যাম ফরেস্টকে ৩-০ গোলে হারানো লিভারপুল ২৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে চতুর্থ স্থানে। ১০ ম্যাচে পাঁচ জয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

ত্রিফলার গোলে জয় লিভারপুলের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লিগ ম্যাচে নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ৩-০ গোলের সহজ জয় পেয়েছে লিভারপুল। গোল করেছেন দলটির তিন ফরোয়ার্ড ডিয়াগো জোটা, ডারউইন নুনিয়েজ ও মোহামেদ সালাহ। রোববার অ্যানফিল্ডে ম্যাচের ৩১ মিনিটে দলকে লিড এনে দেন পর্তুগালের রেডস তারকা জোটা। গোল ব্যবধান ২-০ করতে নুনিয়েজ নেন মাত্র চার মিনিট। ৩৫ মিনিটে গোল করেন তিনি।

পরের গোলটি এসেছে দ্বিতীয়ার্ধের ৭৭ মিনিটে। মিসরের লিভারপুল কিংবদন্তি মো. সালাহ করেন ওই গোলটি। শেষ দুই গোল সহায়তা দিয়েছেন মৌসুমের শুরুতে জার্গেন ক্লপের দলে যোগ দেওয়া হাঙ্গেরিয়ান মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোজলায়। নটিংহ্যামের বিপক্ষে এই জয়ে টপ ফোরে ঢুকেছে লিভারপুল। সমান ম্যাচে এক পয়েন্ট কম নিয়ে রেডসদের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে অ্যাস্টন ভিলা। ১০ রাউন্ড শেষে প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষে আছে টটেনহ্যাম।

যে দুই দলের বিপক্ষে সমস্যায় পড়তে পারে ভারত, জানালেন সৌরভ

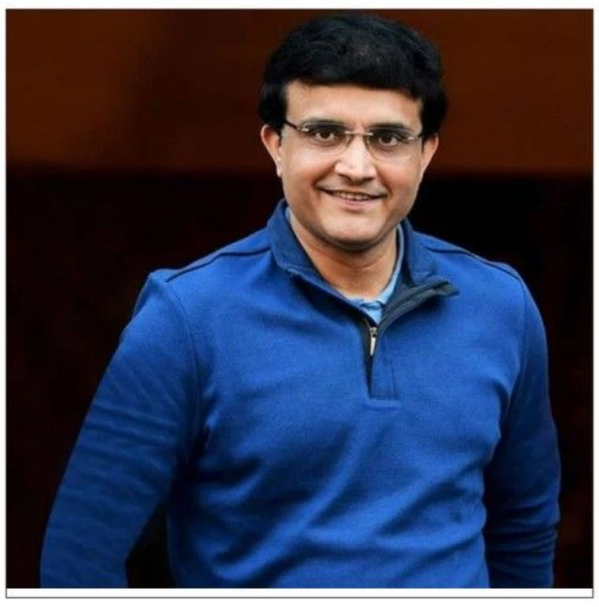

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত ভাল ফর্মে রয়েছে ভারত। প্রথম পাচ ম্যাচের পাঁচটিতেই জিতেছে তারা। সেমিফাইনালের দিকে এগোচ্ছে রোহিত শর্মার দল। কিন্তু এখনই দু'টি দলের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিসিআই সভাপতির মতে, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে ভারতকে।

ইডেনে বাংলাদেশ বনাম নেদারল্যান্ডস ম্যাচ চলাকালীন সৌরভ বলেন, 'ভারতের সব থেকে বড় দুই প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা। ওরা খুব ভাল ক্রিকেট খেলছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকাও খুব ভাল ছন্দে আছে।'

তবে একটি দলের খেলা দেখে হতাশ সৌরভ। তারা হল ইংল্যান্ড। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের খেলা অবাক করেছে তাকে। সৌরভ বলেন, 'কোনও দিন ভাবিনি ইংল্যান্ড এ রকম খেলবে। তবে এটাই ক্রিকেট। আগে থেকে কিছু বলা যায় না।'

রোহিতদের সবার আগে সেমিফাইনালে ওঠার লক্ষ্য নিয়ে খেলার পরামর্শ দিয়েছেন সৌরভ। তিনি বলেন, 'এখনই বিশ্বকাপ জেতার কথা ভাবলে চলবে না। আগে সেমিফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে এগোতে হবে। তারপরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা ভাবতে হবে।'

নিজ দেশের ক্রিকেট বোর্ডকে

বিশ্বাসঘাতক বললেন লঙ্কান মন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রীলঙ্কার শীর্ষ ক্রিকেট প্রশাসকদেরকে 'বিশ্বাসঘাতক এবং দুর্নীতিবাজ' বলে অভিযুক্ত করেছেন দেশটির ক্রীড়া মন্ত্রী রোশান ফার্নান্দো। সরকার এবং দ্বীপের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলাটি পরিচালনাকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে তিক্ত বিরোধ চলছে। দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কয়েক মাস ধরে বিরোধ চলছে শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে ধনী ক্রীড়া সংস্থা জাতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং ক্রীড়া মন্ত্রীর মধ্যে। বিরোধের কারণে শ্রীলঙ্কার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। যা দেশটিকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে।

লঙ্কান ক্রীড়া মন্ত্রী রোশান ফার্নান্দো বলেন, 'মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কাছে বন্দী হয়ে পড়েছে এই খেলাটি। যারা শুধুমাত্র অর্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত। লঙ্কান ক্রিকেট কর্মকর্তাদের বর্তমান আচরণকে নির্লজ্জ, বিশ্বাসঘাতক এবং তাদের প্রতি ক্রিকেটপ্রেমীদের কোন আস্থা নেই বলে আমি মনে করি।'

এমন এক সময় ক্রীড়ামন্ত্রী এই মন্তব্যগুলো করেছেন যখন মন্ত্রীর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটকে নিষিদ্ধ করার হুমকি দিয়ে চিঠি দিয়েছে আইসিসি।

সরকারের ২৬০ পৃষ্ঠার একটি অডিট রিপোর্টে গত বছর অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের সময় লঙ্কান বোর্ডের ব্যাপক দুর্নীতির কথা তুলে ধরা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তের জন্য তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছিলেন মন্ত্রী। কিন্তু আইসিসির নিয়মের পরিপন্থী এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে তদন্তে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে দেশটির ক্রিকেট প্রশাসন। ফলে তদন্ত প্রত্যাহার করেন ফার্নান্দো। আইসিসিকে দেয়া চিঠিতে মন্ত্রী সংস্থাটির দুর্নীতি প্রতিরোধে আইসিসির সমর্থন চেয়ে বলেছেন, 'সরকারি নিরীক্ষার পরও লঙ্কান ক্রিকেট কর্মকর্তাদের বহাল থাকার সিদ্ধান্ত অনৈতিক এবং এটি তাদের নির্লজ্জ মনোভাবের স্পষ্ট প্রদর্শন।'

উল্লেখ্য, বছরের পর বছর ধরে দুর্নীতি ও ম্যাচ ফিক্সিংয়ের একাধিক অভিযোগে জড়িয়ে পড়েছে লঙ্কান ক্রিকেট। আইসিসি নিজেই বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাকে শাস্তি দিয়েছে। ১৯৯৬ সালে শিরোপা জয়ের পর বিশ্বকাপে আর কোন সফলতা অর্জন করতে পারেনি শ্রীলঙ্কা। খেলার মান কমার জন্য বোর্ডকে দায়ী করে আসছেন ফার্নান্দো।

এবার শ্রীলঙ্কার দলে চামিরা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইনজুরি ধাক্কার কারণে একের পর এক বদলি ক্রিকেটার নিতে হচ্ছে শ্রীলঙ্কার। শুরুতে ইনজুরিতে ছিটকে গেছেন অধিনায়ক দাশুন শানাকা। তার জায়গায় শ্রীলঙ্কার একাদশে ঢুকেছেন চামিকা করুনারত্নে। এরপর পেসার মাথিশা পাথিরানার ইনজুরিতে অ্যাঞ্জেল ম্যাথুস ঢুকেছেন বিশ্বকাপ দলে। এবার দুশমন্ত চামিরাকে মূল দলের সঙ্গে যুক্ত করেছে শ্রীলঙ্কা। উরুর ইনজুরি নিয়ে লাহিরু কুমারা দল থেকে ছিটকে গেছেন। তার জায়গায় ডানহাতি পেসার দুশমন্ত দলে ঢুকেছেন। দুশমন্ত রিজার্ভ ক্রিকেটার হিসেবে দলের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীলঙ্কার বোলিং আক্রমণের অন্যতম সদস্য হলেও চামিরা ইনজুরির কারণে শুরু থেকে বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাননি। এশিয়া কাপের আগে লঙ্কান লিগে খেলার সময় ইনজুরিতে পড়েন দুশমন্ত। তিনি ফিরলেও লাহিরুর ইনজুরি শ্রীলঙ্কার জন্য একটা ধাক্কা। কারণ লাহিরু কুমারা ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার জয় পাওয়া ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার ছিলেন।

টাইগারদের সামর্থ্য নিয়ে

প্রশ্ন তুললেন হার্শা

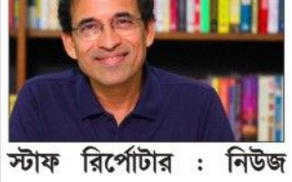

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতে চলতি বিশ্বকাপের আসরে প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করে টাইগার শিবির। কিন্তু পরে টানা ৫ ম্যাচে হার যার শেষটা আইসিসির সহযোগী দেশ নেদারল্যান্ডসের কাছে। এমন হারের ব্যাখ্যা নেই টাইগারদের কাছে।

সাকিবদের এমন বাজে পারফরম্যান্সে প্রশ্ন উঠেছে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের সামর্থ্য নিয়েও। জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার হার্শা ভোগলে বাংলাদেশের ভক্তদের কাছে জানতে চেয়েছেন, সাকিব, তামিম, মুশফিকদের ব্যাচের পর আর কতজন বিশ্বমানের খেলোয়াড় পেয়েছে বাংলাদেশ?

হার্শার প্রশ্নটি যদিও অবান্তর নয়। সাকিবদের ওই ব্যাচের পর আসলেই বিশ্বমানের ক্রিকেটার তৈরি করতে পারেনি বাংলাদেশ। তাদের বাইরে মাশরাফি বিন মর্তুজা ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে নিয়ে টাইগার ক্রিকেটে গড়ে ওঠেছিল পঞ্চপান্ডব। যাদের ছাড়া টাইগার ক্রিকেটের বেহাল দশা নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। নাজমুল হোসেন শান্ত, লিটন দাস ও মেহেদী হাসান মিরাজদের প্রতিভা থাকলেও, তাদের বিশ্বমানের বলতে নারাজ এই ক্রিকেট বিশ্লেষক।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR